109
তারিখ 05 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

বাগেরহাটে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

বাগেরহাট সংবাদদাতা ।। সরকারের প্রচার-প্রচারণা ও উদ্যোগ আয়োজন সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্রের অভাব, কোন কোন পরিদর্শনে কর্মীর দুর্নীতির কারণে বাগেরহাট জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বেহাল অবস্থা বিরাজ করিতেছে। জেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই প্রায় অভিন্ন অবস্থা। আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষকের স্বল্পতা। স্কুল গৃহের জীর্ণদশা, পানির সংকট, শৌচাগারের অভাব ইত্যাদি সমস্যা সর্বত্র। অনেক বিদ্যালয়ে পানীয়জলের ও শৌচাগারের কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য পড়ান হয়, উপদেশ দেওয়া হয়। আসবাবপত্রের অভাবে শিক্ষার্থীরা কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহবা মাটিতে বসিয়া ক্লাশ করে। কোন কোন স্কুলে শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতির অভিযোগ রহিয়াছে। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বেশীরভাগই খাদ্যের জন্য ভর্তি হইয়াছে। এই সব বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র গৃহ-ভৃত্যের কাজ বা পারিবারিক কাজ করে। কোথাও কর্তাব্যক্তিরা ভুয়া শিক্ষার্থী দেখাইয়া গম, চাউল আত্মসাৎ করে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়।

জেলায় ৯টি থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে প্রধান শিক্ষকের ২৭টি পদ এবং সহকারী

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

বাগেরহাটে প্রাথমিক

(৩য় পৃঃ পর)

শিক্ষকের ১০৯টি পদ শূন্য রহিয়াছে।

১২২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১২১টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জীর্ণদশার দরুণ পল্লী এলাকার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ব্যাহত হইতেছে।

রামপাল থানার ১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোরেলগঞ্জ থানায় ৬৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৩টি রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয়, কচুয়া থানার ৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোল্লার হাট থানার ১২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিতলমারী থানার ২০টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, মংলা থানার ১১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১১টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের জীর্ণদশা বিদ্যমান। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, পানীয়জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নাই।